অনুবিভাগ- ১ (জাপান, আমেরিকা ও ইইপি)

২.১.১ জাপান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে জাপান নিরবচ্ছিন্নভাবে এ দেশের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এককভাবে জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী দেশ। জাপান বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ, অনুদান, কারিগরি সহায়তা, বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করে । ১৯৭২ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত জাপানের নিকট থেকে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অনুদান সহায়তা হিসেবে আনুমানিক ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে।

এই বিভাগের আওতায় জাপানের ঋণ, অনুদান, কারিগরি সহায়তা, বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে জাপানীজ সহায়তায় বিভিন্ন খাতে মোট ৮৮টি প্রকল্প চলমান আছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে জাপান সরকারের সঙ্গে ৫টি প্রকল্পের জন্য মোট ১২০,৯৬৮ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৯১৯৬ কোটি টাকা/১১৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া ৩টি প্রকল্পের জন্য মোট ৩১০৮ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (২৪০ কোটি টাকা/৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এ অনুবিভাগ কর্তৃক “জাপান হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ প্রোগ্রাম (জেডিএস)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০১ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে প্রতিশ্রুতিশীল ও তরুণ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছর মেয়াদী মাষ্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান এবং তারা যেন স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন সে লক্ষ্যেই এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৯৬ জন (একশত ছিয়ানব্বই) জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে জাপানের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাষ্টার্স কোর্স সম্পন্ন করে দেশে ফিরে এসেছেন। বর্তমানে ৩০ (ত্রিশ) জন জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাপান সরকারের সঙ্গে ২০৬ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (১৬ কোটি টাকা/ ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

চিত্র: ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজ চুক্তি স্বাক্ষর।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর এর বিবরণীঃ

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে জাপান সরকারের সঙ্গে ৩৫তম ইয়েন লোনের আওতায় নিম্নোক্ত ৫টি প্রকল্পের জন্য মোট ১২০,৯৬৮ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৯১৯৬ কোটি টাকা/১১৮৪মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর ঋণ চুক্তি গত ১৬জুন ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছেঃ

- মাতারবারি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোলফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টঃ প্রকল্পের জন্য ৪১,৪৯৮ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৩১৫৪.২৬ কোটি টাকা/ ৪০৬.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২০০ মে.ও.পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন ছাড়াও কয়লা আমদানীর লক্ষ্যে জেটি নির্মাণ, সঞ্চালন লাইন ও সেতুসহ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে পল্লী বিদ্যুতায়ন ও টাউনশিপ গঠন ইত্যাদি কাজ করা হবে।

- ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্টঃ প্রকল্পের জন্য ২৩,৫৯৮মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (১৭৯৩.৬৮ কোটি টাকা/২৩১মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় (১) ধনুয়া থেকে এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় থেকে নলকা পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ (২) নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড ও তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন এবং (৩) ঢাকা ও চট্রগ্রামের আবাসিক এলাকার জন্য প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে ।

- ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্টঃ প্রকল্পের জন্য ৩০,৬৯০ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন(২৩৩২.৭৫কোটি টাকা/৩০০.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় (ক) গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, (খ) অবকাঠামো উন্নয়ন, (গ) যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং(ঘ) পরামর্শক সেবা ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

- হাওড় ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টঃ প্রকল্পের জন্য ১৫,২৭০ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন(১১৬০.৬৭ কোটি টাকা/১৪৯.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন করা হবে।

- স্মল এন্ড মারজিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রডাকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ডাইভারসিফিকিশন ফিনান্সিং প্রজেক্টঃ প্রকল্পের জন্য ৯,৯৩০ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৭৫৪.৭৭ কোটি টাকা/৯৭.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা, কৃষির উৎপাদন ও বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করা, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং পশুসম্পদ পরিপালনে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান করবে।

উপরিউক্ত প্রকল্প ব্যতীত ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে জাপান সরকারের সঙ্গে নিম্নোক্ত আরো ৩টি প্রকল্পের জন্য মোট ৩১০৮ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (২৪০ কোটি টাকা/৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) -এর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছেঃ

- জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ২৮ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে "The Poverty Reduction Efforts"শিরোনামে একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুদান চুক্তির আওতায় ৫০০ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৩৮.৫ কোটি টাকা/৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুদান সহায়তা PEDP3 (The Third Primary Education Development Programme)-শীর্ষক কর্মসূচীর জন্য ব্যবহার করা হবে।এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে গণিত ও বিজ্ঞান পাঠদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল প্রাথমিকবিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।

- The Project for Improvement of Airport Safety, and Security System-এর জন্য ৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে ২৪০২ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (১৮৫.৫ কোটি টাকা/ ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিমান বন্দরসমূহের Communication, Navigation and Surveillance (CNS) system-এর উন্নয়ন এবং নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন-অবতরণ ও চলাচল ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সংযোজন করা হবে।এ ছাড়া প্রকল্পের আওতায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ও বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন করা হবে।

. Japan Human Resources Development Scholarships (JDS)-এর জন্য ১৫ মে ২০১৪ তারিখে ২০৬ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন(১৬ কোটি টাকা/২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে প্রতিশ্রুতিশীল ও তরুণ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছর মেয়াদী মাষ্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান এবং তারা যেন স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এছাড়া, জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল (জেডিসিএফ)-এর অর্থায়নে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ৭৪২.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জাইকার অনুদান সহায়তায় জাপানে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে সরকারী কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাপানে গ্রুপ ট্রেনিং কোর্সে ৮১ জন, কান্ট্রি ফোকাস্ড ট্রেনিং কোর্সে ৬৮ জন, রিজিয়ন ফোকাসড ট্রেনিং কোর্সে ১৭ জন, ইস্যু ফোকাসড ট্রেনিং কোর্সে ৬ জন, ইয়াং লিডার্স ট্রেনিং কোর্সে ১৫ জন এবং ওডিএ লোন ট্রেনিং কোর্সে ৪৪ জন সর্বমোট ২৩১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেছেন।

চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

জাপান সরকারের ঋণ সহায়তায় বর্তমানে মোট ২৫টি প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়া ৭টি অনুদান প্রকল্প এবং ২৪টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে। ঋণ সহায়তায় চলমান ২৫টি প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন সময়ে মোট ৪৩০,১৬৫ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৩০,৫৪২ কোটি টাকা/৩৮৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত ২৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮৩,৫২৬ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৫৯৩০কোটি টাকা/৭৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ব্যয় করা হয়েছে যা প্রতিশ্রুত অর্থের ১৯%। "জাপান হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ প্রোগ্রাম (জেডিএস)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জাপানে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৪তম ব্যাচের ২৫ জন কর্মকর্তা নির্বাচনের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৫-২৮ মে ২০১৪ জাপান সফর করেন। সফরকালে তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি যৌথ ইশতেহারে স্বাক্ষর করেন। উক্ত যৌথ ইশতেহারে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পে আগামী ৪বিলিয়ন জাপানী ৬০০ বৎসরের জন্য ৫-জ ইয়েন লোন সহায়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। গত ১৮ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে জাপান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থনীতি-বাণিজ্য-শিল্প মন্ত্রণালয়, জাপান দূতাবাস এবং জাইকার প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত জাপান সরকারের একটি ওডিএ পলিসি ডায়লগ মিশনের সাথে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বেজা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পে আগামী ৪-৫ বৎসরের জন্য ৬০০ বিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন লোন সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনকালে যৌথ ইশতেহারে উল্লিখিত ৫টি অগ্রাধিকার প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়।

সম্ভাব্য ভবিষ্যত কার্যক্রমঃ

জাপান সরকারের সঙ্গে আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬ (ছয়)টি প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ১১৭,৪০২মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন (৮২১৮ কোটি টাকা/১০২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পসমূহ হলো: (ক) Foreign Direct Investment Promotion Project, (খ) Dhaka-Chittagong Main Power Grid Strengthening Project, (গ) Western Bangladesh Bridge Improvement Project, (ঘ) Maternal, Neonatal and Child Health (MNCH) and Health System Improvement Project, (ঙ) Urban Building Safety Project এবং (চ) Project for Integrated Development of Upazilas.

অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

আমাদের দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, ডিজাইন ও বাস্তবায়নে জাপানী বিশেষজ্ঞ/Japan Overseas Cooperation Volunteers (জেওসিভি)-দের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭৩ সনের ২৪ মে মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অনুকূলে বাংলাদেশে Japan Overseas Cooperation Volunteers Programme চালু রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৭৩ সাল হতে এ পর্যন্ত ১১৫৫জন JOCV বাংলাদেশে আগমন করেছেন এবং বর্তমানে ৭৩ জন JOCV কর্মরত আছেন।

২.১.২ আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে Economic, Technical and Related Assistance শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়ন সহযোগিতার অধিকাংশ United States Agency for International Development (USAID)-এর মাধ্যমে প্রদান করে।

২০১২ সালের আগস্ট মাসে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং USAID-এর মধ্যে ৫৭১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত Development Objective Grant Agreement (DOAG) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ চুক্তির কতিপয় সংশোধনী স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমান United States Department of Agriculture (USDA)–এর আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭টি Biotech Agricultural Research প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও USPCOM–এর আর্থিক সহায়তায় সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে চোরাচালান প্রতিরোধে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডকে ৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১৪টি Metal Shark 38' Defiant Patrol Boat সরবরাহ এবং সিডর-আইলা দুর্গত এলাকায় ২.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১০টি Multi-Purpose Cyclone Shelter (MPCS) ও ৯.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১৯টি Coastal Crisis Management Centre (CCMC) নির্মাণ চলমান রয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও USAID-এর মধ্যকার ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত DOAG চুক্তির ৪টি সংশোধনী (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম) স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে প্রায় ১৪৫.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের বিবরণীঃ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং USAID-এর মধ্যে ৫৭১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত DOAG শীর্ষক স্বাক্ষরিত চুক্তির সমুদয় অর্থই অনুদান। চুক্তিটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে USAID Country Development Cooperation Strategy এর আওতায় ২০১২-২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশের উন্নয়নে গণতন্ত্র ও সুশাসন, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা করা। উল্লেখ্য বর্তমানে এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৪ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

অন্যান্য তথ্যাদিঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Millennium Challenge Account (MCA)- এ বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে Millennium Challenge Corporation (MCC)-এর সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে ।

কানাডা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ। কানাডা সরকার বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করে থাকে Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) –এর মাধ্যমে যা পূর্বে Canadian International Development Agency (CIDA) হিসেবে পরিচিত ছিল। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কানাডা হতে ২ বিলিয়নের বেশি উন্নয়ন সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়েছে।

২.১.৩ কানাডা

কানাডা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ। কানাডা সরকার বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করে থাকে Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) –এর মাধ্যমে যা পূর্বে Canadian International Development Agency (CIDA) হিসেবে পরিচিত ছিল। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কানাডা হতে ২ বিলিয়নের বেশি উন্নয়ন সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়েছে।

২০০৯ সালে কানাডার ২০ টি Countries of focus এর মধ্যে বাংলাদেশকে র্নিবাচন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল কানাডা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণে আরো নিবিড় ভাবে সহযোগিতা করবে। কানাডা Bangladesh Development Forum (BDF) এবং Local Consultative Group(LCG) এর একটি সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে DFATD – এর আর্থিক সহায়তায় সরকারী খাতে ৪টি প্রকল্প এবং বেসরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমান প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে "Primary Education Development Program-III (PEDP-III) "শীর্ষক একটি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিটির আওতায় অনুদানের পরিমান ৬৪ মিলিয়ন কানাডীয় ডলার।

২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে DFATD–এর আর্থিক সহায়তায় চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সংক্রান্ত একাধিক রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য তথ্যাদিঃ

বাংলাদেশে কানাডার আর্থিক সহায়তায় চলমান/কার্যক্রমের তদারকি, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ণ এবং উন্নয়নের নিমিত্ত ১৯৮৬ সাল থেকে Program Support Unit (PSU) –শিরোনামে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। PSU প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ কানাডা দূতাবাস, কানাডার সহায়তায় চলমান প্রকল্প/কার্যক্রমে সহায়তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিভাগকেও বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে।

২.১.৪ ইইপি

ইইপি-১ ও ৩ শাখাঃ

বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এবং এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপর ন্যস্ত। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ইইপি-অধিশাখা এ কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থানপত্র প্রস্তুত করা এবং বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষনা পরিচালনা করা ইইপি অধিশাখার প্রধান কাজ।

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Trade Organization (WTO), Least Development Countries (LDCs) সংক্রান্ত কাজ, প্রতিবছর অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন অর্থ-কর্মকর্তাদের সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণের যাবতীয় আয়োজনসহ ব্রীফ ও বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুতকরণ, Colombo Plan Consultative Committee Meeting (CCM)-এর জন্য সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ, Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC), Colombo Plan, Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC)-এর উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি/প্রার্থী মনোনয়নের কাজ এ অধিশাখায় প্রক্রিয়া করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ইইপি-অধিশাখায় (ইইপি-১ ও ৩ শাখায়) সম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহঃ

- গত ৮-৯ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন অর্থ-কর্মকর্তাদের সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের যোগদান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম ও প্রতিনিধিদলের জন্য ব্রীফ প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

- স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সংক্রান্ত ৪র্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের করণীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী। এছাড়া, উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গঠিত "সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ" কমিটিকে সহায়তার জন্য গঠিত উপ-কমিটির যাবতীয় কার্যক্রম;

- কলম্বো প্ল্যান সচিবালয় (CPS), কমনওয়েলথ সচিবালয় এবং Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC) এবং Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC) আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- উইং-১ এর Focal Point হিসাবে অন্যান্য শাখা হতে মাসিক রিপোর্টসহ বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে সমন্বয়পূর্বক সমন্বয় অনুবিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

ইইপি-২ অধিশাখাঃ

Economic and Social Commission for Asia and the pacific (ESCAP) এর বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্নসহ ESCAP এর বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের যোগদানের বিষয়সমূহ সমন্বয় করে থাকে। এ অধিশাখা হতে গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সমূহ হচ্ছে:

- গত ১০–১১ জুন ২০১৪ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় "Asia-Pacific Outreach Meeting on Sustainable Development Financing"- এ যোগদান ও তৎসম্পর্কিত কার্যাবলি ;
- গত ০৪–০৮ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ৭০ তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের যোগদান ও তৎসমূহ কার্যাবলি ;
- গত ২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকা, বাংলাদেশে "Regional Meeting on Financing Graduation Gaps of Asia-Pacific" LDCs- আয়োজন সংক্রান্ত কার্যক্রম ; এবং
- বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন চেয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ প্রেরণ, মনোনয়ন সংগ্রহ, চুড়ান্তকরণ ও আয়োজক সংস্থায় প্রেরণ সহ অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা।

বিঃ দ্রঃ এ অনুবিভাগ (জাপান,আমেরিকা ও কানাডা) সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা পরিশিষ্ঠ-৪ এ দেওয়া হলো।